গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
তথ্য প্রযুক্তি শাখা
www.powerdivision.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৪৪.৩৪.০০৩.২৪.১৭৬

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.৫.২ নং সূচক অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.৫.২ নং সূচকের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণ বিষয়ক স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপকিল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাটি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ কর্মপরিকল্পনা

Habir
২৪-০৩-২০২৪
মোঃ হুমায়ুন কবীর
সিস্টেম এনালিস্ট
০২-৯৫৪০২৬৩
sa@pd.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ:
যুগ্মসচিব (ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৪৪.৩৪.০০৩.২৪.১৭৬/১(২)

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ২৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। যুগ্মসচিব, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সিনিয়র সচিবের দপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ।

Habir
২৪-০৩-২০২৪
মোঃ হুমায়ুন কবীর
সিস্টেম এনালিস্ট

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

পটভূমিঃ

বর্তমান বিশ্ব ডিজিটাল প্রযুক্তির হাওয়ায় ভাসছে। আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে দেশে দেশে নতুন নতুন পদ্ধতি বা প্রযুক্তির উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই আধুনিক প্রযুক্তিতে বাংলাদেশও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। রূপকল্প ২০২১-এর মূল উপজীব্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে প্রণয়ন করা হয়েছিল, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১। এ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অভাবনীয় সফলতা আসার পর এখন বর্তমান সরকারের ভিশন ২০৪১ স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সরকার নীতিগতভাবে চারটি মূলস্তম্ভ ধরে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি এই চারটি পিলারের আলোকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সন্নিবেশিত করে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি পিলারের বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সময়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্পে এর চেয়েও বেশি ক্ষেত্রগুলোকে দক্ষতার দ্বারা পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আওতায় বিদ্যুৎ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, শক্তি ও সম্পদ, অবকাঠামো, গভর্ন্যান্স, আর্থিক লেনদেন, সাপ্লাই চেইন, নিরাপত্তা, এন্টারপ্রেনিউরশিপ, কমিউনিটির মতো খাত প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং প্রতিটি খাত হবে স্মার্ট। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২২-এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের মহাসড়ক। '২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশ'। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য সঠিক নীতি প্রণয়ন ও সেই অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করার মানসিকতা, অর্থ সংকুলান ও সুশাসন জরুরি। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করতে হলে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, আইন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সব পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছতার সঙ্গে পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিবান্ধব, প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা জরুরি। সেই জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই মানবিক ও সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও হিউম্যানওয়্যারকে সংযুক্ত করে স্মার্ট সিটি, স্মার্ট ভিলেজ, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট সরকার সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগাতে পারলে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্যঃ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্ম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো 4IR প্রযুক্তিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে একটি অনন্য উচ্চতায় আসীন করা। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকসই ও নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা। এছাড়াও কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণে নিম্ন-বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনা করা হয়েছেঃ-

ক) টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।

খ) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ বিকাশে বিদ্যমান যন্ত্রসমূহের সাথে সমন্বয় করে ডিজিটাল প্রযুক্তি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

গ) উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে টেকসই, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা।

ঘ) স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অন্যান্য খাতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ খাতকে এগিয়ে নিতে সক্ষমতা উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা তথা জাতি গঠনে অংশীদার হওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

সামগ্রিক সক্ষমতাঃ

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক সব তথ্য প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে নিতে বিদ্যুৎ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ খাতে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আধুনিক ও স্মার্ট অফিস অ্যাপস তৈরিকরণ, জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে সংযুক্তি, ই-গভর্নেন্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডি-নথি, ই-জিপি ও ইআরপি পদ্ধতি চালু করা হযেছে। নিয়মিত উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সিডিউল অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চ্যালেঞ্জঃ

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সহজসাধ্য হবে না। প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে নানা স্বাচ্ছন্দ, দিয়েছে গতিময়তা, তথাপি এর রয়েছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জও। মোটাদাগে বলতে গেলে এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাটাও একটা চ্যালেঞ্জ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর সামগ্রিক সক্ষমতার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সেক্টরে উন্নয়নের স্বার্থে কারিগরি ঘাটতি চিহ্নিতকরণ জরুরী। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি চিহ্নিত করা গেলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নির্ধারণপূর্বক স্মার্ট প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে।

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১) সাইবার ঝুকি মোকাবেলা ও ডিজিটাল তথ্যের গোপনীয়তা/নিরাপত্তা
২) দ্রুত পরিবর্তশীল প্রযুক্তি
৩) বিভিন্ন সিস্টেমকে ইন্টারঅপারেবল করা, বিগডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
৪) ডিজিটাল ডিভাইড মোকাবেলা।
৫) বড় ধরনের প্রথমিক বিনিয়োগ।
৬) অগ্রসরমাণ প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক নতুন ধরনের শিক্ষা ও দক্ষতা

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে করণীয়ঃ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্রির সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা জরুরি। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কতিপয় করণীয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১) চলমান স্মার্ট প্রযুক্তির যুগে যেকোন সমস্যার ক্ষেত্রে অনুকূল কাঠামোর মাধ্যমে কার্যকর সমাধান প্রাপ্তির মত সমন্বিত ই-প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ।
২) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গতিসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট এবং স্মার্ট ডিভাইস নিশ্চিতকরণ।
৩) পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং উপকরণ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ।
৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
৫) ডিজিটাল ডিভাইড এর গ্যাপকে কমিয়ে আনা।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম সমূহ

ক্র.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত/ গৃহীতব্য উদ্যোগ	উদ্যোগটি বিদ্যমান/সম্ভাব্য যে চ্যালেঞ্জ/ সমস্যা সমাধান করবে	উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	উদ্যোগটি যে সকল ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট	২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	উদ্যোগ বাস্তবায়ন কারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী/ অংশীজন সংস্থার নাম	প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস
১	চলমান ডিজিটাল উদ্যোগসমূহ সচল রেখে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কেলআপ, ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরি এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ ইনটিগ্রেশনের মাধ্যমে স্মার্ট উদ্যোগে রূপান্তর।	ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি ও সকল ডিজিটাল সেবাকে একই প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে না পারা ইত্যাদি।	পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।	স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।	৩০%	৫০%	১০০%	বিদ্যুৎ বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি
২	ডিজিটালাইজেশন হয়নি, কিন্তু ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ রয়েছে এমন সকল সেবা/ কার্যক্ষেত্রের ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার।	বিভিন্ন সেবা/কার্যক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগাতে না পারা ও সেবা/কার্যক্ষেত্রে কাগজের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।	সেবাসমূহ সহজ ও নাগরিকবান্ধব হবে, পেপারলেস অফিস বাস্তবায়ন এবং উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।	স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স, অগ্রসরমান প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।	৪০%	৭০%	১০০%	বিদ্যুৎ বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	আর্থিক বরাদ্দ, প্রশিক্ষিত জনবল, টেকনোলজি এক্সপার্ট, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি।

ক্র.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত/ গৃহীতব্য উদ্যোগ	উদ্যোগটি বিদ্যমান/সম্ভাব্য যে চ্যালেঞ্জ/ সমস্যা সমাধান করবে	উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	উদ্যোগটি যে সকল ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট	২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	উদ্যোগ বাস্তবায়ন কারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী/ অংশীজন সংস্থার নাম	প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস
৩	পেপারলেস অফিস ও স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা	ডকুমেন্টসমূহের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ করা কঠিন।	সেবাসমূহ সহজ ও নাগরিকবান্ধব হবে ফলে ডকুমেন্টসমূহের নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ সহজ হবে।	স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, ইত্যাদি।	৫০%	১০০%		বিদ্যুৎ বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ও টেকনোলজি ভেন্ডর	আর্থিক বরাদ্দ, প্রশিক্ষিত জনবল, টেকনোলজি এক্সপার্ট, ক্লাউড সার্ভিস ইত্যাদি।
৪	সকল ধরনের আর্থিক লেনদেন ক্যাশলেসভাবে সম্পন্নকরণ	নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ঝামেলাপূর্ণ এবং তথ্যের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।	আর্থিক লেনদেনসমূহে ট্রেসেবিলিটি বৃদ্ধি পাবে এবং তথ্যের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ সহজ হবে ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সহজতর হবে।	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি	ক্যাশলেস লেনদেন, স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, কাগজবিহীন প্রশাসন, ইত্যাদি।	৫০%	১০০%		বিদ্যুৎ বিভাগ	আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি, পেমেন্ট গেটওয়ে, টেকনোলজি ভেন্ডর	আর্থিক বরাদ্দ, পেমেন্ট গেটওয়ের ইনটিগ্রেশনসহ সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।
৫	প্রদত্ত সেবাসমূহের পারসোনালাইজেশন	প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহ সেবাগ্রহীতার ব্যাক্তি-চাহিদা বা তার পছন্দ, সক্ষমতা, ইত্যাদি	নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে, সেবাগ্রহীতার	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক।	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স ইত্যাদি।	৩০%	৭০%	১০০%	বিদ্যুৎ বিভাগ	আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি, টেকনোলজি ভেন্ডর	আর্থিক বরাদ্দ, টেকনোলজি এক্সপার্ট ইত্যাদি।

ক্র.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত/ গৃহীতব্য উদ্যোগ	উদ্যোগটি বিদ্যমান/সম্ভাব্য যে চ্যালেঞ্জ/ সমস্যা সমাধান করবে	উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	উদ্যোগটি যে সকল ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট	২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	উদ্যোগ বাস্তবায়ন কারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী/ অংশীজন সংস্থার নাম	প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস
		অধিকতর বিবেচনা করে তৈরি করা।	সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।								
৬	অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি	বিভিন্ন সেবা ও কার্যপদ্ধতির ডিজিটালাইজেশন হলেও অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ বিশেষ করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগুলোর সুবিধা এক্ষেত্রে তৈরি করা যায়নি।	নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি	স্মার্ট গ্রিড, পাবলিক সার্ভিস, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স ইত্যাদি।	৩০%	৭০%	১০০%	বিদ্যুৎ বিভাগ	টেকনোলজি ভেন্ডর, অধীনস্ত সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	আর্থিক বরাদ্দ, টেকনোলজি এক্সপার্ট ইত্যাদি।
৭	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	স্মার্ট সরকার সংক্রান্ত কার্যক্রম কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা।	সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে ডিজিটাল দক্ষতা তৈরি হবে এবং স্মার্ট সরকার বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	স্মার্ট সরকার	স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস	৫০%	১০০%	চলমান	বিদ্যুৎ বিভাগ	টেকনোলজি ভেন্ডর, অধীনস্ত সকল সংস্থা	আর্থিক বরাদ্দ, টেকনোলজি এক্সপার্ট ইত্যাদি।
৮	বিদ্যুৎ খাতের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি কতৃক বাস্তবায়িত স্মার্ট উদ্যোগসমূহের প্রদর্শনী ও	বিভিন্ন সেবা ও কার্যপদ্ধতির ডিজিটালাইজেশন হলেও অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ বিশেষ করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের	নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি	৫০%	৮০%	১০০%	বিদ্যুৎ বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	আর্থিক বরাদ্দ

ক্র.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত/ গৃহীতব্য উদ্যোগ	উদ্যোগটি বিদ্যমান/সম্ভাব্য যে চ্যালেঞ্জ/ সমস্যা সমাধান করবে	উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট স্তম্ভ	উদ্যোগটি যে সকল ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট	২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৩১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)	উদ্যোগ বাস্তবায়ন কারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী/ অংশীজন সংস্থার নাম	প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং রিসোর্সের সম্ভাব্য উৎস
	প্রতিযোগীতার আয়োজন। প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট/ক্রেস্ট/ প্রনোদনা প্রদান।	প্রযুক্তিগুলোর সুবিধা সকলের মধ্যে শেয়ার করা যায়নি।									
৯	পলিসি/গাইড লাইন প্রণয়ন ও রিভিউ	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক পলিসি/গাইডলাইন প্রণয়ন এবং রিভিউ এর সুযোগ না থাকা।	একটি সুনির্দিস্ট পলিসির মাধ্যমে যেকোন উদ্যোগ/ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি		৩০%	১০০%	বিদ্যুৎ বিভাগ	বিদ্যুৎ বিভাগ	আর্থিক বরাদ্দ, টেকনোলজি এক্সপার্ট ইত্যাদি।

উপসংহারঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের মতো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ সেক্টরে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ আগামী দিনের প্রযুক্তির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খাতে চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে সাথে উক্ত কর্মপরিকল্পনার সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করার সুযোগ রয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

24.03.24
(মোঃ হুমায়ূন কবীর)
সিস্টেম এনালিস্ট
ও
সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম
বিদ্যুৎ বিভাগ

24/3/24
(মোঃ সাজিবুল হক)
পরিচালক (অপাঃ পাঃ), পাওয়ার সেল
ও
সদস্য, ইনোভেশন টিম
বিদ্যুৎ বিভাগ

28.3.24
(উর্মি তামান্না)
যুগ্মসচিব
ও
সদস্য, ইনোভেশন টিম
বিদ্যুৎ বিভাগ

28/3/24
(ত্রম. রায়হান আখতার)
যুগ্মসচিব
ও
সদস্য, ইনোভেশন টিম
বিদ্যুৎ বিভাগ